R. N. No. 2532/57 Phone No. RGG.112 Regd No.—WB/MSD—4

টেলিফোন : ৩৪-১৫৫২
রিপ্রোডাকশন-সিন্ডিকেট
ঝকঝকে ছাপা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

+ মাদ্রাসী ডাক্তারখানা +
মাদ্রাজের ডাঃ এস, এন, রাও
(B. A. M. S.)
আয়ুর্বেদীক (অর্শ স্পেশালিষ্ট)
আইলের উপর (ফুলতলা মোড়)
পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)
অর্শ, নালি ঘা, ভগন্দরের গ্যারান্টিসহ চিকিৎসা বিনা অপারেশনে করে থাকি। পাঁচদিনের মধ্যে গ্যাঁজ বাহির করি ও নির্মূল করি। পরীক্ষা প্রার্থনীয়
রোগী দেখবার সময় : সকাল ৮টা থেকে ১২টা, বিকেল ৪টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা।

৭৪শ বর্ষ. ৩৯শ সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ ১১ই ফাল্গুন বুধবার, ১৩৯৪ সাল।
২৪শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৮ সাল।
নগদ মূল্য : ৪০ পয়সা
বার্ষিক ২০৲

পঞ্চায়েত নির্ব্বাচন উপলক্ষে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রিয়রঞ্জন মহকুমা ঘুরে গেলেন

বিশেষ সংবাদদাতা : পঞ্চায়েত নির্বাচনে প্রচারের উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় বাণিজ্য প্রতি মন্ত্রী প্রিয়রঞ্জন দাসমুন্সী রাজ্যনেতা আবদুস সাত্তার ও সৌগত রায়কে নিয়ে হ্যালিকপটার যোগে সাগরদীঘি, অরঙ্গাবাদ, ধুলিয়ান ও ফরাক্কায় সফর করে গেলেন। গত ২০ ফেব্রুয়ারী সাদরদীঘি হাই স্কুল ময়দানে এক জনসভায় রাষ্ট্রমন্ত্রী ও প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি প্রিয়রঞ্জন মন্তব্য করেন—সাগরদীঘিতে আট থেকে দশ হাজার ভোটারই ভুয়া। এভাবে সারা রাজ্যে সমস্ত বিধানসভা কেন্দ্রের ভোটার তালিকায় সি পি এম লক্ষ লক্ষ ভুয়া ভোটার ভরে রেখেছে। এবং এই কারণেই শতকরা বিয়াল্লিশটি ভোট পেয়েও রাজ্যে কংগ্রেসের আসন কমে যাচ্ছে। তিনি আরো বলেন, আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনে সি পি এম কংগ্রেসকে যত খুশী মারুক কিন্তু তাদের জেনে রাখা উচিত এটাই হবে সি পি এমের শেষ নির্বাচন। দাসমুন্সী আরও বলেন, আই আর ডি পি, ডি আর ডি এ ইত্যাদি প্রকল্প ইন্দিরা গান্ধীর, টাকা কেন্দ্রীয় সরকারের আর মাতব্বরী জ্যোতিবাবুর। পঞ্চায়েতে বিভিন্ন প্রকল্পের নামে টাকার নয়ছয় করছে সি পি এম। জেলা পরিষদের সি পি এম সদস্যদের হুঁশিয়ারী দিয়ে প্রিয়বাবু বলেন, ২৯ ফেব্রুয়ারী কেন্দ্রীয় বাজেট পেশ হওয়ার পর ব্যক্তিগত উদ্যোগে তিনি কেন্দ্রীয় তদন্ত ব্যুরোকে দিয়ে পঞ্চায়েতে দুর্নীতির তদন্ত করাবেন। নির্বাচনী জনসভায় অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন রাজ্য বিধানসভার বিরোধী দলের নেতা আবদুস সাত্তার।

ধুলিয়ান : ২০ ফেব্রুয়ারী বেলা ১১-৩০ নাগাদ প্রিয়রঞ্জন দাসমুন্সী, আবদুস (শেষ পৃষ্ঠায়)

ডাক পরিদর্শকের নগ্ন স্বজন-পোষণে বিভাগীয় সুনাম ভুলুণ্ঠিত

রঘুনাথগঞ্জ : ডাক বিভাগ যে ক্রমশঃ সুনীতিবোধ হারিয়ে ডুবতে বসেছে এ সম্বন্ধে আমরা বারবার বিভাগীয় কর্তৃপক্ষকে বিভিন্ন সংবাদ মারফৎ সতর্ক করেছি। তথাপি মুর্শিদাবাদ বিভাগের সুপারের তমোনিদ্রা ভঙ্গ হয়েছে বলে মনে হয় না। তাঁর কার্য্যাবলী দেখলে সহজেই বোঝা যায় তিনি বিভাগীয় কর্মী সংগঠনকে কোনক্রমে সন্তুষ্ট রেখে নিজের গা বাঁচিয়ে চলেছেন। উল্লেখ্য, এক বছর পূর্বে রঘুনাথগঞ্জ ডাকঘরে মণিঅর্ডারের টাকা আত্মসাতের ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত প্রাপকরা এখনও তাঁদের প্রাপ্য টাকা পেলেন না। জানা যায় ঐ আত্মসাতকারী পোষ্টম্যানের আত্মীয়স্বজন সম্পূর্ণ অর্থই ডাক বিভাগকে ফেরৎ দিয়েছেন। খবরে প্রকাশ, সাময়িকভাবে বরখাস্ত পোষ্টম্যানও নাকি পুনর্বহাল হয়েছেন। মুর্শিদাবাদের সুপার তবুও প্রাপকদের টাকা ফেরৎ দেবার ব্যবস্থা করে উঠতে পারেননি। অন্যদিকে বিভিন্ন ডাকঘরের অধিবাসীদের অভিযোগ, ডাক বিভাগেও নাকি এখন টাকার খেলা চলছে। কর্মচারীদের মধ্যে সৎ এর সংখ্যাধিক্য থাকলেও অনীতিগ্রস্তের সংখ্যা কম নয়। সম্প্রতি এক সংবাদে স্থানীয় মানুষ বিস্মিত ও হতবাক। খবরে প্রকাশ, জঙ্গিপুর উপবিভাগের (শেষ পৃষ্ঠায়)

দেয়াল লিখনকে কেন্দ্র করে কং (ই) কর্মী গ্রেপ্তার

জঙ্গিপুর : রঘুনাথগঞ্জ-২ ব্লকের তেঘরী ২নং গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানের পক্ষে দেয়াল লিখন করতে গিয়ে কংগ্রেসের জনৈক কর্মী একরামুল হক পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হয়। খবরে প্রকাশ, সি পি এম দল থেকে থানায় অভিযোগ করা হয়, তাদের দেয়াল লিখন মুছে কংগ্রেসের লেখা হচ্ছে। রঘুনাথগঞ্জ থানার ওসি ঘটনাস্থলে গিয়ে যুবকটিকে গ্রেপ্তার করেন। কংগ্রেসের পক্ষ থেকে ঘটনাটি উদ্দেশ্যমূলক এবং সাধারণের কাছে দলকে হেয় করার চক্রান্ত বলে অভিমত প্রকাশ করা হয়।

জঙ্গিপুর পুরসভা অ্যাম্বুলেন্স কিনছেন

নিজস্ব সংবাদদাতা : পুরসভা সূত্রে জানা যায়—পুর কমিশনারদের সভায় একটি ডিজেল অ্যাম্বুলেন্স কেনার প্রস্তাব অনুমোদিত হয়েছে। প্রস্তাবটি উত্থাপন করেন তরুণ কমিশনার অশোক সাহা। তিনি তাঁর বক্তব্যে জানান, হাসপাতালে অ্যাম্বুলেন্স সময়মত না পাওয়া গেলে পুরবাসীদের ট্যাক্সী কিংবা জীপ ভাড়া করে রোগীকে বহরমপুর বা অন্যত্র নিয়ে যেতে বাধ্য হতে হচ্ছে। সে কারণে পুরসভার উচিত একটি অ্যাম্বুলেন্সের আশু ব্যবস্থা করা। সেক্ষেত্রে জনসাধারণ সামান্য খরচের বিনিময়ে সেই গাড়ী তাদের ব্যবহারে লাগতে পারবে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, আমাদের পত্রিকাতেও পুরসভার কাছে একটি অ্যাম্বুলেন্স কেনার দাবী জানানো হয়। আরো জানা যায়, শ্রীসাহার ঐ প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে ও অ্যাম্বুলেন্স কেনার অর্থও সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদন করা হয়েছে।

পুনরায় জনতা চা : প্রতি কেজি ২৫-০০টাকা
চা ভাণ্ডার, সদরঘাট, রঘুনাথগঞ্জ।
ফোন : আর জি জি ১৬

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

১১ই ফাল্গুন বুধবার ১৩৯৪ সাল

'মম মায়া দুরত্যয়া…'

আর মাত্র চার দিন। পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েত নির্বাচন ব্যাপারটি এখন তুঙ্গে। কিছুদিন ধরিয়া রাজ্যের সর্বত্র বিভিন্ন রাজনৈতিক দল এক এক অঞ্চলে আপন প্রাধান্য ও প্রভাব বিস্তার করিতে সাধ্যমত সচেষ্ট রহিয়াছেন। সকলেই চাহেন জনগণকে আপনার অনুকূলে আনিতে। পঞ্চায়েতী মোহিনীমায়া!

নির্বাচনকে কেন্দ্র করিয়া নানা প্রচার—তাহা অপপ্রচার বা প্রকৃত তথ্য যাহাই হউক না কেন। ইহার দ্বারা লাভ নিশ্চয়ই আছে। বলিবার গুণে মানুষকে মুগ্ধ করা যায় এবং আখেরে সুবিধা হয়। তাহার প্রভাবও অন্যত্র সঞ্চারিত হইতে পারে। আধিভৌতিক মায়া!

তবে এবারে পঞ্চায়েত নির্বাচনে প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলগুলির কোনটারই পক্ষে খুব একটা সুনিশ্চিত সুবিধা পাওয়ার মত অবস্থা নাই। তুলনামূলকভাবে প্রশাসন হাতে থাকিলে এই সব অসুবিধার মোকাবিলা সহজ হয়, যাহা অন্যেরা পায় না, বিরোধী দল ত নহেই। সুতরাং তাহাদের পক্ষে জনগণের নিরপেক্ষ বিচার-বিবেচনার উপর নির্ভর করিতে হয়। ইহা ছাড়া উপায় কিছু নাই। 'স্বপ্নো নু মায়া নু'!

বামফ্রন্ট দলে আজ ঐক্য বিনষ্ট হইয়াছে। ইহার অভ্যন্তরীণ কারণ যাহাই হোক না কেন, আপাতদৃষ্টিতে তাহা প্রধান শরিক দলের সীমাহীন আকাঙ্খা বলিয়া মনে হয়। জুলিয়াস সীজারের উগ্র আকাঙ্খা তাঁহার বিরুদ্ধে চলিয়া গিয়াছিল। এক্ষেত্রে তাহা যদি হয়, আশ্চর্য হইবার কিছু নাই। অপেক্ষাকৃত অপ্রধান শরিক দল যথা আর এস পি, ফরওয়ার্ড ব্লক ইত্যাদির অস্তিত্বকে একেবারে মুছিয়া ফেলিবার চেষ্টা যে পূর্ব হইতে চলিতেছিল না, তাহা বলা যায় না। পঞ্চায়েত নির্বাচনে আসন ভাগাভাগির ব্যাপারে ইহা স্পষ্টিকৃত হয়। সমঝোতায় আসিবার সম্ভাবনা বিভিন্ন কারণে চলিয়া গেলে এক এক দল আপন শক্তি লইয়া অবতীর্ণ হইতে বাধ্য হইয়াছে। বামফ্রন্টের প্রধান এবং সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী দল বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বহু প্রার্থীকে জয়ী করিতে পারিয়াছে। লক্ষ্য এই যে, ত্রিমুখী লড়াইয়ে যদি পরাজয়ও কোথাও কোথাও হয়, তবু সার্বিকভাবে যেন প্রাধান্য বজায় থাকে, যাহাতে পরবর্তী লোকসভা বা বিধানসভা নির্বাচনে বিশেষ ঝুঁকির সম্ভাবনা না থাকে। 'মায়াবনবিহারিণী…।'

যাহাই হউক, আসন্ন নির্বাচন এই মহকুমা তথা রাজ্যে কোন দলের পক্ষেই যে সুফল ফলাইবে এমন মনে করিবার কারণ নাই। প্রধান শরিক দল কিছু আসন হারাইবে, অন্যান্য শরিক দল কিছুটা লাভবান হইবে, অবাম প্রধান দল অর্থাৎ কংগ্রেস (ই) দল স্বকোন্দলে প্রায় লুপ্ত শক্তি সামান্য পরিমাণে উদ্ধার করিতে পারিবে কিনা তাহার মীমাংসা আগামী রবিবার হইবে। যে কয়েকটি দিন এখনও বাকি আছে, ভীতি প্রদর্শন, খুনজখম, ভোটার অধিকারের কারসাজি ইত্যাদি নানা ব্যবস্থা চলুক। ভোটের দিন ত সুযোগমত কোন কোন বুথে লড়াই—তাহার ব্যত্যয়ও হয়ত ঘটিতে দেওয়া হইবে না। 'মায়ার মায়া কে বুঝে জগতে?'

ফ্রন্টের বিরোধ ও তার কারণ

রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক : পঞ্চায়েত নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বামজোটের শরিক দলগুলির মধ্যে বিভেদ দস্তুরমত ঘর থেকে পথে এসে পৌঁচেছে। উপর তলার নেতারাও আর নিজেদেরকে সংযত রেখে কথাবার্তা বলছেন না। ত্রিপুরার গত নির্বাচনের ফলাফল দেখেও এদের চৈতন্যোদয় হচ্ছে না দেখে সমর্থক জনগণ বিস্মিত ও কিংকর্তব্যবিমূঢ়। এই বিবাদ কিন্তু অকস্মাৎ ঘটেনি। বেশ কিছুদিন ধরেই ভিতরে ভিতরে গণ্ডগোল চলছিল। গত বিধানসভা নির্বাচনে বহু ক্ষেত্রে সমঝোতার পরেও বেনামীতে লড়াই করতে গিয়ে ফ্রন্টের অনেক আসন তাঁদের হাতছাড়া হয়েছে। তাতেও কোন দলের শিক্ষা হয়েছে বলে পরিস্থিতি দেখে মনে হয় না। ছোট দলগুলির অভিযোগ, বড় দল সি পি এমের সর্বগ্রাসী ক্ষুধা এই বিবাদের মূল কারণ। সি পি এম সে অভিযোগ অস্বীকার করে। তাঁরা বলেন, ছোট দলগুলি তাঁদের ক্ষমতার অতিরিক্ত আসন দাবী করাতেই এই বিপত্তি। সে যায় হোক, রাজনৈতিক বুদ্ধিজীবীরা ছোট দলের অহেতুক দাবী এর কারণ মনে করলেও তাঁরা বলেন—সি পি এমের দিক থেকে ছোট দলগুলিকে নিজেদের কব্জায় রাখার অপচেষ্টাও সে বিবাদের এক অন্যতম কারণ এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কেন এমন হলো এ সম্বন্ধে নানা জনের নানা মত। এ বিষয়ে আর এস পির অন্যতম নেতা ও রাজ্যমন্ত্রী দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় যে কথা বলেছেন সে কথাকেও যথার্থ মূল্য দেওয়া উচিত। তিনি বলেছেন—সি পি এম দলে বহু প্রতিক্রিয়াশীল ব্যক্তির অনুপ্রবেশ ঘটেছে। গ্রামে যে সমস্ত প্রতিপত্তিশালী মানুষ এক কালে সুবিধা ও ক্ষমতা ভোগের লিপ্সায় কংগ্রেস দলে ছিলেন তাঁরা যখন দেখলেন সি পি এম এক দশকের উপর ক্ষমতা দখল করে রয়েছে এবং তাদের আশু বিতাড়ণের কোন সম্ভাবনা নেই, তখন তাঁরা নিজেদের ক্ষমতা করায়ত্ব রাখতে সি পি এম এর সমর্থক হতে শুরু করেছেন। সি পি এমও ঐসব ব্যক্তির প্রভাব ও প্রতিপত্তিকে কাজে লাগিয়ে গ্রামে দলের প্রভাব বৃদ্ধি করতে তৎপর হয়েছেন। এরই ফলে কংগ্রেস পুরাতন প্রভাবশালী সমর্থক হারিয়ে বসায় বহু আসনে প্রার্থীই দিতে পারেনি। কিন্তু এই সব মানুষের সংস্পর্শে এসে সি পি এমের রক্ত লাল নিশান যে ধীরে ধীরে গোলাপী হয়ে উঠছে তা তাঁরা বুঝেও বুঝছেন না। এই মানুষ গুলিই চাইছেন না যে ছোট ছোট কংগ্রেস বিরোধী দল দেশে সজীব থাকুক। তাঁরা চাইছেন দেশে মাত্র দুট দলের অস্তিত্ব থাকবে। কংগ্রেস এবং সি পি এম। তাঁরাও প্রয়োজন মত একবার এ দল একবার ও দল করে নিজেদের প্রভাব প্রতিপত্তি ও গোপন সম্পত্তি রক্ষা করে চলবেন। তাই লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে সি পি এম থেকে কংগ্রেসে ও কংগ্রেস থেকে সি পি এমে যোগদানের ঘটনাই বেশী ঘটছে। সি পি এমে এদের সংখ্যা যত বাড়বে, ফ্রন্টের বিরোধ ততই প্রকাশ্যে আসবে।

কপি রাইটারদের জেলা সম্মেলন

সংবাদদাতা : গত ১৭ ফেব্রুয়ারী বহরমপুরে মুর্শিদাবাদ জেলা কপিরাইটারদের জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে ৭৮ জন প্রতিনিধির উপস্থিতিতে ২১ জনের এক প্রস্তুতি কমিটি গঠিত হয়। প্রধান অতিথি হিসাবে বহরমপুর ল ক্লার্ক এ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক কমল সমাজদার উপস্থিত ছিলেন। প্রতিনিধিরা ও প্রধান অতিথি কপিরাইটারদের বিভিন্ন সমস্যা ও তার প্রতিকারের পন্থা নিয়ে বিশদ আলোচনা করেন।

গ্রাম্য মেলায় নীল ছবি ও জুয়ার আসর

সাগরদীঘি : এই থানার বোখারা ২নং ব্লকের মেঘাশিহারা গ্রামে জমজমাট মেলা চলছে। মেলা প্রাঙ্গণে বিনা লাইসেন্সে জুয়ার আসর জমে উঠেছে। তার সঙ্গে বেশ কয়েকটি ভি ডি ওতে নীল ছবি গ্রামের ছেলেমেয়েদের মাতিয়ে রেখেছে। সারা রাত ধরে বাঁশলই গ্রামের আলকাপ পঞ্চরস যাত্রা দেখানো হচ্ছে। মাইকে হিন্দি লায়েলাপ্পা গানের দাপটে দোহাইল গ্রামের অধিবাসীদের রাতের ঘুম চলে গেছে। গ্রামের মানুষের অভিযোগ, বেআইনী এই মেলা কিছুদিন চললে গৃহস্থদের থালাবাসন, ধান চাল সবই জুয়া আর নীল ছবির মালিকদের পকেটে গিয়ে সকলের দুর্দশা ডেকে আনবে।

গ্রামীণ খেলাধুলার প্রসারে এন টি পি সি স্পোর্টস কাউন্সিল

নবারুণ পয়েন্ট : গত ১৯ থেকে ২১ ফেব্রুয়ারী এন টি পি সি স্পোর্টস কাউন্সিলের উদ্যোগে নিজস্ব ষ্টেডিয়ামে বার্ষিক দৌড়-ঝাঁপ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিযোগিতায় ফরাক্কা ও কালিয়াচক ব্লকের ছেলে-মেয়েরা অংশ গ্রহণ করে। ফরাক্কা ব্যারেজ রিক্রিয়েশন সেন্টার চ্যাম্পিয়ন হয়। গ্রামীণ খেলাধুলার প্রসারে এন টি পি সি স্পোর্টস্ কাউন্সিলের উদ্যোগকে জঙ্গিপুর সাবডিভিসন্যাল স্কুলস্ স্পোর্টস্ কমিটির সদস্য সুবোধ দাস সাধুবাদ জানান।

রঘুনাথগঞ্জ : গত ২১ ফেব্রুয়ারী স্থানীয় এস ডি ও কোর্ট ময়দানে রাজা রামমোহন রায় বিদ্যানিকেতনের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পুরসভার পৌরপিতা পরমেশ পাণ্ডে। স্কুলের নিজস্ব পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। ছাত্রছাত্রীদের আনন্দোচ্ছল এই উৎসব উপস্থিত জনমণ্ডলীকে মুগ্ধ করে।

ব্লক ক্রীড়া দিবস

জঙ্গিপুর : গত ২২ ফেব্রুয়ারী পঃ বঃ সরকারের ক্রীড়া ও যুব কল্যাণ বিভাগের রঘুনাথগঞ্জ ২নং ব্লক যুব করণের উদ্যোগে ও জোতকমল নবারুন সংঘের সহযোগিতায় ব্লক ক্রীড়া দিবস উদ্‌যাপিত হয়। এই উপলক্ষে এক আলোচনা চক্রে ব্লকের বিশিষ্ট ক্রীড়াবিদরা ক্রীড়া দিবসের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করেন।

গণপ্রহারে ডাকাতের মৃত্যু

ফরাক্কা : গত ২১ ফেব্রুয়ারী রাত্রে এই থানার তোফপুর গ্রামে সাজ্জাদ সেখের বাড়ীতে ডাকাতি হয়। দুর্বৃত্তরা বাড়ীর লোকজনদের মারধোর করে গয়না-বাসন ও নগদে প্রায় কুড়ি হাজার টাকার জিনিসপত্র নিয়ে যায়। গ্রামবাসীরা দুর্বৃত্তদের পিছনে ধাওয়া করলে তারা বোমা ফাটায়। পরে দু'জন দুর্বৃত্ত ইব্রাহিম ও কেরাউল গ্রামবাসীদের হাতে ধরা পড়ে। গণপ্রহারে ইব্রাহিম মারা যায়। এদের দু'জনের বাড়ী এই থানার শিবনগর ও শঙ্করপুর গ্রামে। এবং তারা নাকি সাজ্জাদ সেখের আত্মীয়।

পরলোকগমন

রঘুনাথগঞ্জ : গত ১৬ ফেব্রুয়ারী স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যবসায়ী মানিকলাল চন্দ্র হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ৫৮ বছর বয়সে পরলোকগমন করেছেন। তাঁর মধুর ব্যবহার সকলকে আকৃষ্ট করত। জঙ্গিপুর মহকুমা ব্যবসায়ী সমিতি তাঁর মৃত্যুতে এক শোকসভা করেন। আমরা তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করছি।

নিলামের ইস্তাহার

১। চৌকি জঙ্গিপুর ২য় মুন্সেফী আদালত

নিলামের তারিখ ৫-৩-৮৮

মোঃ নং ৭৮১ স্বত্বজারী

ডিক্রীদার রিয়াজুদ্দিন বিশ্বাস, পিতা মৃত কেতাবুদ্দিন বিশ্বাস, সাং জয়কৃষ্ণপুর, থানা সমসেরগঞ্জ

দেন্দার আনোয়ার হোসেন, পিতা মৃত বুদ্‌ধু হোসেন, সাং বাগপাড়া, পোঃ পশই, থানা রঘুনাথগঞ্জ, জেলা মুর্শিদাবাদ

দাবি ৩৫৫৫-৫৫ টাকা

থানা রঘুনাথগঞ্জ, মৌজা পশই মধ্যে খং নং ৮৩৪, দাগ নং ২১২/৬৫৭, পরিমাণ ৩৫ শতক, খং নং ২৭৬, দাগ নং ৭৭৮, পরিমাণ ২৫ শতক মধ্যে ৪ শতক বাগান, খং নং ৩৯৭, দাগ নং ৮০৭, পরিমাণ ২৫ শতক, খং নং ৩৯৭, দাগ নং ৮০৮, পরিমাণ ২৩ শতক, মোট ৮৭ শতক, স্বত্ব রায়ত স্থিতিবান।

২। চৌকি জঙ্গিপুর ২য় মুন্সেফী আদালত

নিলামের তারিখ ৮-৩-৮৭

মোঃ নং ৫।৮১ স্বত্বজারী

ডিক্রীদার নিয়াজুদ্দিন বিশ্বাস, পিতা মৃত কেতাবুদ্দিন বিশ্বাস, সাং জয়কৃষ্ণপুর, থানা সমসেরগঞ্জ

দেন্দার ঐ

দাবি ৩৭৭৮-৮৫ টাকা

থানা রঘুনাথগঞ্জ, মৌজা বাগপাড়া মধ্যে খং নং ১১৭, দাগ নং ৯১৮, পরিমাণ ১৪ শতক এবং খং নং ঐ দাগ নং ১০১৪ পরিমাণ ৪৬ শতক মোট ৬০ শতক মধ্যে ⅓ অংশে ২০ শতক খং নং ১১৮ দাগ নং ৯১৯ পরিমাণ ২৩ শতক মধ্যে ⅓ অংশে ৬ শতক, খং নং ১০১ দাগ নং ৬৫২ পরিমাণ ৯ শতক এবং খং নং ঐ দাগ নং ৬৩৯ পরিমাণ ১৪ শতক মোট ৪৯ শতক, স্বত্ব রায়ত স্থিতিবান আঃ মূল্য ৩০০০-০০

৩। চৌকি জঙ্গিপুর ২য় মুন্সেফী আদালত

নিলামের তারিখ ৮-৩-৮৮

মোঃ নং ৮।৮১ স্বত্বজারী

ডিক্রীদার গিয়াসুদ্দিন বিশ্বাস, পিতা মৃত কেতাবুদ্দিন বিশ্বাস, সাং জয়কৃষ্ণপুর, থানা সমসেরগঞ্জ

দেন্দার ঐ

দাবি ৩৫৫০-৮৫ টাকা

থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজা পশই মধ্যে

খতিয়ান নং	দাগ নং	পরিমাণ
৮৩৪	২৪২/৬৫৭	৩৫
২৭৬	৭৭৮	২৫ মধ্যে ৪ শঃ
৩৯৭	৮০৭	২৫
৩৯৭	৮০৮	২৩/৮৭ শঃ

স্বত্ব রায়তি স্থিতিবান আঃ মূল্য ৩০০০-০০

চাষী ভাইদের কাছে আবেদন

বোরো ধানের বেশী ফলন আপনার হাতে

বোরো ধানের চাষ ব্যয়বহুল, তাই সীমিত সেচ ব্যবস্থায় সেচের জলের সদ্-ব্যবহার করে নীচের সুপারিশগুলির উপর বিশেষ নজর দিলেই বোরো ধানের বেশী ফলন অবশ্যই পাবেন

★ সুপারিশগুলি ★

বীজতলায় পরিচর্য্যা :—
(ক) টুংরো রোগের আক্রমণ কমানোর জন্য বীজ বোনার ১৫—২০ দিন পর দানাদার ঔষধ দিন। বীজতলায় ৫/৬ দিন ছিপছিপে জল রাখুন।
(খ) বীজ বোনার ২১ দিন পর নাইট্রোজেন চাপান দিন।
(গ) পাতায় বাদামী দাগ রোগ বা ঝলসা রোগের দিকে নজর রাখুন—প্রয়োজনে ঔষধ দিন।
(ঘ) চারা তোলার ৭ দিন আগে পোকার আক্রমণ প্রতিরোধে প্রয়োজনে তরল ঔষধ দিন এবং নাইট্রোজেন চাপান দিন।

|
V
সুস্থ ও সবল চারা

বিঃ দ্রঃ—খুব ঠাণ্ডা পড়লে বীজতলায় ঔষধ দেওয়া ঠিক হবে না।

মূলসার প্রয়োগ করুন :— প্রয়োজনীয় হারে সুষম সার যথা—নাইট্রোজেন-ফসফেট-পটাশ এবং জৈব সার প্রয়োগ করুন।

|
V
ফসলের চাবি-কাঠি

সময়ে রোয়া করুন :—
(ক) ৩৫—৪০ দিন বয়সের চারা ৪/৫ পাতা হলেই স্বল্প গভীরে রোয়া করুন।
(খ) প্রতি গুছিতে ৩/৪টি চারা দিন।
(গ) জমির কোণে কিছু বাড়তি চারা গুছি পূরণের জন্য রাখুন।
(ঘ) মাঘের মাঝামাঝি রোয়া শেষ করুন।

|
V
বেশী পাশকাঠি-বেশী ফলন

বিঃ দ্রঃ—বাদামী শোষক পোকার আক্রমণ প্রতিরোধে প্রতি ৮ সারি পর এক সারি ফাঁক রাখুন।

নির্দিষ্ট সংখ্যায় গুছি রাখুন :—২০×১০ সেমি (৮"×৪") দূরত্বে রোয়া করুন। প্রতি বর্গ মিটারে ৫০টি গুছি ধরবে

V
সম্ভাব্য ফলন

ঠিক মাত্রায় সেচ দিন :—
(ক) রোয়ার সময় ছিপছিপে জল রাখুন।
(খ) বেশী মাত্রায় সেচ দিলে সেচের জলের অপচয় এবং পাশকাঠির সংখ্যা কম হয়।
(গ) প্রয়োজনে সেচ দিন এবং জমি শুকিয়ে না যায় তার দিকে নজর রাখুন।

|
V
সীমিত জলের সদ্-ব্যবহার

সঠিক সময়ে নাইট্রোজেন চাপান দিন :—
(ক) দিনের তাপমাত্রা বাড়ার সাথে সাথে পাশকাঠি ছাড়ার সময় (রোয়ার ১৫-২০ দিন পর) প্রথম চাপান সার দিয়ে মাটি ঘেঁটে দিন।
(খ) থোড়মুখ আসার আগে দ্বিতীয় বার চাপান দিন।

|
V
ফলনের চাবি-কাঠি

রোগ-পোকার আক্রমণে নজর রাখুন
(ক) জমিতে ঘুরে ঘুরে রোগ পোকার আক্রমণ নজর রাখুন।
(খ) ফাল্গুন-চৈত্র মাসে বাদামী শোষক পোকার আক্রমণের দিকে নজর রাখুন।
(গ) প্রয়োজনে ঔষধ দিন।

|
V
পয়সার সাশ্রয় ও ফসল রক্ষা

বিঃ দ্রঃ—বিশদভাবে জানবার জন্য এলাকার কৃষি কর্মচারীর সাথে যোগাযোগ রাখুন।

মুখ্য কৃষি আধিকারিক মুরশিদাবাদ—বহরমপুর কর্তৃক প্রচারিত
No. 99 (19) Inf. M/Advt (9-2-88)

ট্রেন লাইন অবরোধ

অরঙ্গাবাদ ঃ গত ২১ ফেব্রুয়ারী ভোর চারটে থেকে নিমতিতা ষ্টেশনের কাছে কংগ্রেস পরিচালিত ভেণ্ডার এসোসিয়েশন ট্রেন লাইন অবরোধ করেন। এন জি পি, ভাগলপুর প্যাসেঞ্জার ট্রেন দুটি প্রায় চার ঘণ্টা অবরোধ থাকে। খবর পেয়ে মহকুমা শাসক ও মহকুমা পুলিশ অফিসার ঘটনাস্থলে যান। মহকুমা শাসক ভেণ্ডার এসোসিয়েশনের কর্মকর্তাদের প্রতিশ্রুতি দেন তিনি মার্চ মাসের মধ্যে যাতে পূর্ব অবস্থা ফিরে আসে সে ব্যাপারে চেষ্টা করবেন। এবং ডি আর এমকে চিঠি দেবেন। ভেণ্ডার এসোসিয়েশনের এক মুখপাত্র জানান, বন্যার সময় বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ট্রেন রেল কর্তৃপক্ষ বাতিল করে দেন। ট্রেনগুলি এখনও চালু না হওয়ায় ভেণ্ডারদের দুর্গতির সীমা নেই। মহকুমা শাসকের প্রতিশ্রুতি মত কাজ না হলে তাঁরা বৃহত্তর আন্দোলনের পথে যেতে বাধ্য হবেন।

বিভাগীয় সুনাম ভুলুণ্ঠিত

(১ম পৃষ্ঠার পর)

পরিদর্শক নাকি নিজের গৃহিণীকে তাঁর নিজের অফিসের অর্ডারলীর সাময়িকভাবে ফাঁকা পদে আউট সাইডার হিসাবে নিয়োগ করেন এবং তাঁর বেতন ও ভাতা বড় ডাকঘর থেকে দিয়ে দেওয়া হয়েছে। সাধারণ নিয়মানুযায়ী ক্লাস ফোর বা পোষ্টম্যান পদে কোন কারণে সাময়িক ভাবে পদ ফাঁকা হলে অবিভাগীয় কর্মচারীদের সেই পদে নিয়োগ করা হয়। অবিভাগীয় কর্মী না পাওয়া গেলে বাইরের যে কোন ব্যক্তিকে নেওয়া যায়। এই বেকারত্বের যুগে নিজের অধীনে স্ত্রীকে নিয়োজিত করার মত নগ্নতা বোধহয় সারা ভারতে এই প্রথম। ঘটনা সম্বন্ধে উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ তদন্ত করে এরূপ কার্য্য নিন্দনীয় কিনা বিচার করে দেখবেন বলে শহরের বুদ্ধিজীবীমহল মনে করেন, তা যদি না করা হয় তবে জনগণের মনে এই ধারণা জন্মাবে যে তাঁরাও এই নিন্দনীয় কাজকে পরোক্ষে সমর্থন করছেন।

মহকুমা ঘুরে গেলেন

(১ম পৃষ্ঠার পর)

সাত্তার ও সৌগত রায়সহ রতনপুরের কাছে জামেয়া রহমানিয়ার প্রাঙ্গণে হেলিকপটার থেকে নামেন। বি ডি.ও অফিসের মাঠে এক জনসভায় শ্রীদাসমুন্সী বর্তমান বামফ্রন্ট সরকারের আমলে পঞ্চায়েতে দুর্নীতির বান ডেকেছে বলে উল্লেখ করেন। তিনি শ্রোতাদের প্রবল হর্ষধ্বনির মধ্যে বলেন—বাম সরকারের এটাই শেষ নির্বাচন। এরপর কংগ্রেস ক্ষমতায় আসছেই। পুলিশী সন্ত্রাস দিয়ে গদি রক্ষা করতে জ্যোতিবাবুর সরকার আর পারবেন না। যে সব পুলিশ অফিসার আজ সি পি এমের নির্দেশে সন্ত্রাস চালাচ্ছেন সেদিন তাঁদের তিনি দেখে নেবেন বলে হুমকী দেন বক্তব্যের শেষে তিনি বলেন—মুসলমান ভাইদের বহু আকাঙ্খিত জামেয়া রহমানিয়া বা মুসলিম বিশ্ব বিদ্যালয় যাতে না হয় তার জন্য জ্যোতিবাবুরা কেন্দ্রের কাছে দরবার করছে। তিনি বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত কাগজপত্র সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছেন। মুসলমান ভাইদের তিনি প্রতিশ্রুতি দেন এই বিশ্ববিদ্যালয় যাতে হয় তার চেষ্টা তিনি চালিয়ে যাবেন। রাজ্যনেতা ও বিধায়ক আবদুস সাত্তার বলেন—সি পি এম নির্বাচনে খুনোখুনির প্রসার ঘটিয়েছে। তারা শুধু কংগ্রেসকেই নয় আর এস পি, ফরওয়ার্ড ব্লকের মত শরিক দলগুলিকেও নিঃশেষ করে একাধিপত্য স্থাপন করতে চাইছে। বর্তমান পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি হবিবুর রহমান কয়েক লক্ষ টাকার একটি রোলিং মিল খোলার চেষ্টা করেন কাঁকুড়িয়াতে। কিন্তু দলের মধ্যে কামড়াকামড়িতে বিরক্ত হয়ে ওই মিলটি মালদাতে স্থানান্তর করেছেন। সি পি এম সে কারণই তাঁকে এবার মনোনয়ন দেয়নি। কিন্তু সমসেরগঞ্জ থানা পঞ্চায়েত সমিতির কুখ্যাত দুর্নীতিবাজ আফসার আলিকে জেলা পরিষদের প্রার্থী পদে মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে। বিধায়ক সৌগত রায় ও মহকুমার বিশিষ্ট নেতা মঃ সোহরাবও সভায় সি পি এমের দুর্নীতির সম্বন্ধে বক্তব্য রাখেন।

নির্বাচনের পরিপ্রেক্ষিতে ১৪৪ ধারা জারী

আগামী ২৮ ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৮ পঞ্চায়েত সাধারণ নির্বাচনের পরিপ্রেক্ষিতে জেলার সর্বত্র শান্তি ভঙ্গের যথেষ্ট আশঙ্কায় মুর্শিদাবাদের জেলা শাসক ১৯-২-৮৮ তারিখের এক আদেশে পঞ্চায়েত নির্বাচনের দিনে অর্থাৎ ২৮-২-৮৮ মুর্শিদাবাদ জেলার সর্বত্র ১৪৪ ধারা জারি করে আগ্নেয়াস্ত্র ও মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র বহনের উপর এক বিধি নিষেধ আরোপ করেছেন। তবে এই আদেশ কর্মরত পুলিশ ও সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না। (জেলা তথ্য)

যৌতুকে VIP

সকল অনুষ্ঠানে VIP

ভ্রমণের সাথী VIP

এর জুড়ি কি আর আছে!

সংগ্রহ করতে চলে আসুন দুলুর দোকানের VIP সেন্টারে

এজেন্ট

প্রভাত ষ্টোর (দুলুর দোকান)

রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ

ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে সযত্নে সংগৃহীত সর্বপ্রথম বিপুল সমাবেশ

ধন্নালাল মোহনলাল জৈন

জৈন কলোনী, পোঃ ধুলিয়ান

জেলা মুর্শিদাবাদ, ফোন ধুলিয়ান ৫

জঙ্গিপুর মহকুমায় এই প্রথম VIMAL এর সার্টিং, স্যুটিং ও শাড়ীর রিটেল কাউন্টার এবং জেলার যে কোন বস্ত্র প্রতিষ্ঠান অপেক্ষা অনেক কম মূল্যে সব রকম বস্ত্র সংগ্রহের জন্য আপনাদের সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

ফ্রি সেলে নন লেভি এ সি সি সিমেন্ট রঘুনাথগঞ্জ ও জঙ্গিপুরে আমরা সরবরাহ করে থাকি

কোম্পানীর অনুমোদিত ডিলার

ইউনাইটেড ট্রেডিং কোং

প্রোঃ রতনলাল জৈন

পোঃ জঙ্গিপুর (মুর্শিদাবাদ)

ফোন জঙ্গিঃ ২৫, রঘুঃ ১৬৬

বসন্ত মালতী

রূপ প্রসাধনে অপরিহার্য

সি, কে, সেন এ্যাণ্ড কোং লিমিটেড

কলিকাতা ॥ নিউ দিল্লী

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত প্রেস হইতে অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।